- জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হলে, আপনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করতে বাধ্য ও পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সত্যি জবান দিতে বাধ্য। মনে রাখবেন এমন কোন প্রশ্ন যা আপনাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে তার উত্তর দিতে আপনি বাধ্য নন।(সেকশন 161 (2) , সি আর পি সি)।
- সাক্ষীর জবানবন্দি সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করতে হবে। (সেকশন 161 (3) , সি আর পি সি) । সাক্ষীর জবানবন্দি যতদূর সম্ভব সাক্ষীর জানা ভাষায় নথিভুক্ত করতে হবে এবং সেটি সাক্ষীকে পড়ে শুনতে হবে যাতে তিনি এটি সঠিক বলে সম্মতি দিতে পারেন ।যদি নথিভুক্ত জবানবন্দি সাক্ষীর জবানবন্দির থেকে আলাদা হয় তাহলে যে পুলিশ অফিসার এটি নথিভুক্ত করেছেন তাকে জানানো উচিৎ যাতে তিনি প্রয়োজনমত পরিবর্তন করেন, এবং সাক্ষীর নিকট পরিবর্তিত নথি আবার পড়তে হবে। জবানবন্দিতে সাক্ষীর সই নেওয়া যাবে না ।(সেকশন 162 , সি আর পি সি)।
- সাক্ষীর দেওয়া জবানবন্দির উদ্দেশ্য বিকৃত করা, সাক্ষীকে প্রভাবিত করা বা তাকে কোনরকম ভয় দেখান আইন দ্বারা নিষিদ্ধ।(সেকশন 163 (1), সি আর পি সি)।
- সঠিক নিয়ামানুযায়ী সাক্ষীকে তার বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তার যাতায়াত বাবদ খরচ পুলিশকে মেটাতে হবে। ।(সেকশন 160 (2) , সি আর পি সি)।

### যেগুলি আপনার মনে রাখা উচিৎ

- জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় যাবার সময় একজন আত্মীয় বা মিত্রকে ব সঙ্গী হিসাবে নিয়ে যাবেন।
- পুলিশকে উত্তর দেবার সময় শান্ত ও সংযত থাকবেন।
- ঘটনাগুলি যেমন যেমন ঘটেছিলো ঠিক সেইভাবে বলুন।
- সত্যকে বাড়িয়ে বলবেন না।
- আবছা বা অসম্পূর্ন উক্তি কখনও করবেন না।

**তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকলে নিম্নোক্ত উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারেন।**

- সংবিধানের আর্টিকেল 226 অনুযায়ী উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন (writ petition) দায়ের করে অথবা আর্টিকেল 32 অনুযায়ী সর্বোচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করে। যদি আদালত মনে করে যে আপনার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে, তাহলে আদালত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেবে।
- অভিযোগ নথিভুক্ত করতে বলবেন বা উপযুক্ত কাজের আদেশ দেবেন। আপনি আপনার অভিযোগ চিঠিতে লিপিবদ্ধ করে উঃ বা সর্বচ্চ আদালতে পাঠাতে পারেন।
- যদি আদালত উপলব্ধি করেন যে আপনার অভিযোগ প্রণিধান যোগ্য তাহলে এই চিঠিরিট পিটিশন (writ petition) হিসাবে বিবেচিত হবে।

### CHRI / সি.এইচ.আর.আই প্রসঙ্গে -

দি কমনওয়েলথ হিউমান রাইটস ইনিশিয়েটিভ হল একটি আন্তর্জাতিক, স্বাধীন, অলাভজনক সংস্থা, যার সদর দপ্তর ভারতে। এর লক্ষ্য, মানবাধিকারের প্রকৃত বার্তার প্রচার, প্রয়াস এবং প্রয়োগ। CHRI মানবাধিকারে অনুগত এবং আস্থাশীল।

### আমাদের কর্মসূচি:-

- পুলিশ সংস্কার
- জেল বা সংশোধনাগার সংস্কার
- তথ্য জানার ব্যাপ্তি
- তৎসংক্রান্ত কৌশলী, কার্যকরী উদ্যোগ

**কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস ইনিশিয়েটিভ**

55 এ, তৃতীয় তলা, সিদ্ধার্থ চেম্বারস -1,
কালু সরায়
নতুন দিল্লি - 110016
টেলিফোন: 91-11-43180200
ফ্যাক্স: 91-11-43180217

এই প্যামফ্লেট ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফ্রীডরিক নিউম্যান ফাউন্ডেশনের, নতুন দিল্লি সহযোগিতায় প্রযোজিত।

# তদন্তের প্রশ্নমালা

# পুলিশ এবং আপনি

## আপনার অধিকার জানুন

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

**তদন্তের প্রশ্নমালা**

পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য হল প্রত্যেকটি নথিভুক্ত কেসের তদন্ত করা। জিজ্ঞাসবাদ পুলিশি তদন্তের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পুলিশ অপরাধ বিষয়ক জরুরী খবর সংগ্রহ করে জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হলে প্রতেক্যের দায়িত্ব পুলিশকে তদন্তের কাজে সাহায্য করা এবং সঠিক ও নির্ভুল খবর সরবরাহ করা। অপর দিকে, পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করলেও, উত্তরদাতার আইনি অধিকারকে সর্বদা মান্যতা দিতে হবে।

এই প্রতিবেদনটি মানুষের আইনি অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করে যখন তাকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখিন হতে হয়, সেটা দোষী বা সাক্ষী যে হিসেবেই হোক না কেন। যাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে তাকেই বলা হয় আসামী; তাকে গ্রেফতার করে আইনি হেফাজতে রাখা যেতে পারে বা জামিনে ছেড়ে প্রয়োজনে হাজিবার জন্য ডেকে পাঠানো হতে পারে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী আসামীকে আইনি হেফাজাতে রাখা হয় না, তবে সন্দেহ করা হলে তাকে নিয়মিত পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের কারণে ডেকে পাঠাতে পারে বা যে কোন সময়ে গ্রেফতার করে আনতে পারে (ধারা 41 ও 41A), কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর (CrPc) কেসের সাক্ষীরা আসামী নয়, এবং তার প্রতি ব্যবহারও অন্য রকম।একজন সাক্ষীকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে যদি তার কাছে তদন্ত সম্পর্কিত উপযুক্ত খবর থাকে।

অপরাধী বা সাক্ষী যাই হোক না কেন, যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তখন পুলিশকে তার মানবাধিকারকে সবসময় মান্যতা দিতে হবে। এই অধিকার গুলি বিষয় অবহিত থাকা খুব জরুরি যাতে পুলিশ সঠিক ভাবে নিয়মগুলি মেনে চলে।

**জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজন আসামী নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পাবেন**

- যে বিশেষ অপরাধের জন্য আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সেই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে বা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পুলিশ আসামীকে বাধ্য করতে পারে না। এটা তার সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার বিষয়ে তাকে জানিয়ে দেওয়া পুলিশের কর্তব্য (আর্টিকেল 20 (3), ভারতীয় সংবিধান)।
- দোষ স্বীকার করার জন্য পুলিশ আসামীকে ভয় দেখাতে বা কোনোভাবে জোর করতে পারে না। (যেমন 24, ভারতীয় এফিডেন্স এয়ান্ড ও সেকশন 163, আই.পি.সি)
- জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজন আইনজীবীর পরামর্শ নেবার অধিকার আসামীর আছে। সর্বদা না হলেও, জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজন আইনজীবী পাশে থাকতে পারেন। পুলিশ আসামীকে তার এই অধিকার সম্বন্ধে অবহিত করতে বাধ্য। (যেমন 41 D, সি আর পি সি)
- জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেওয়া জবানবন্দিতে কোন সই করবেন না।এটাই আইন। সই করার জন্য কেউ জবরদস্তি করলেও সই করবেন না। পুলিশের নির্দেশে সাদা কাগজে কখনও সই করবেন না। (যেমন 162, সি.আর.পি.সি)
- আইনের বিধান অনুযায়ী পুলিশকে দেওয়া কোন স্বীকারোক্তি আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে না অথবা প্রমান হিসাবে ধরা হতে পারে না, যতক্ষন না সেই স্বীকারোক্তি একজন হাকিমের (JM) সামনে দেওয়া হচ্ছে।(যেমন 26 ভারতীয় এভিডেন্স এক্ট)
- কেউ তার অপরাধ স্বীকার করতে চাইলে তা হাকিমের (JM) সামনেই হওয়া উচিত। এর বিশেষ পদ্ধতি আছে। হাকিমের/(JM) কর্তব্য আসামীকে বলা যে কোনরকম মানসিক চাপগ্রস্ত হয়ে এই স্বীকারোক্তি করা উচিৎ নয়। একবার স্বীকারোক্তি দেওয়া স্থির করলে সেই উক্তিতে, যা কিছু বলা হয়েছে সব আপনার বিরুদ্ধে প্রমান হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। হাকিম /(JM) যদি মনে করেন এই স্বীকারোব্যক্তি ইচ্ছাকৃত নয়, তিনি সেই উক্তি নথিভুক্ত করবেন না।(যেমন 164, সি.আর.পি.সি)

**মনে রাখার বিষয়:** মহিলা আসামীদের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ কেবল মাত্র মহিলা পুলিশ অফিসারদের সাক্ষাতে করা যায়। (উচ্চ মহা আদালতের রায়, শিলা বার্সে - বিপরিতে রাজ্য মহারাষ্ট্র)

**আইন হেফাজতে থাকাকালীন হিংসাত্মক ব্যবহার এক অপরাধ**

জিজ্ঞাসাবাদের করার সময় কারোকে অত্যাচার করা, চড় মারা , গালি দেওয়া বা তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করা যাবে না। জিজ্ঞাসাবাদের সময় পুলিশ দ্বারা মারধর খেলে বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে আইন অনুযায়ী পুলিশের শাস্তি হবে। আইনি হেফাজতে ধর্ষণ এক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোন কেসের সাক্ষী হলে এবং কেসটির ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হলে পুলিশ আপনাকে পরীক্ষা ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে আপনি কি জানেন দেখার জন্য। সাক্ষী হিসাবে জবানবাদী দেওয়া আইনত:কর্তব্য।

**জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজন সাক্ষী নিম্নলিখিত অধিকারগুলি পাবেন**

- একজন পুলিশ অফিসার সাক্ষীকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারেন কেবলমাত্র লিখিত আদেশের মাধ্যমে। (সেকশন 160 (1), সি আর পি সি)
- আইন বলে মহিলা15 বছরের কম বয়সের বাচ্চারা, 65 বছর বয়সের বেশি মানুষ অথবা মানসিক বা শারীরিক ভাবে অসমর্থ মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ তাদের থানায় ডেকে পাঠাতে পারবে না। কেবলমাত্র তাদের বাড়িতে, পরিবারের লোকজনের সামনেই পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে।(সেকশন 160 , সি আর পি সি)।